Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম প্রচারে নারীদের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

শারমিন সুলতানা অনি

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন সুলতানা অনি

রোলঃ 216020419

২৬ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম প্রচারে নারীদের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন সুলতানা অনি

রোলঃ 216020419

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মুমিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসমা বিনতে পিংকি, আইডিঃ 216020175 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম প্রচারে নারীদের ভূমিকা" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: মামুনুর রশীদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৬ মে, ২০২৪ ইং

শারমিন সুলতানা অনি

আইডিঃ 216020419

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ....................6

কোরআনের আলোকে নারীর মর্যাদাঃ....................7

হাদিসের আলোকে নারীর মর্যাদাঃ....................7

- আধুনিক সময়ে নারীর মর্যাদাঃ....................8
- ইসলাম প্রচারের গুরুত্বঃ....................9
- দাওয়াতর ফযীলতঃ....................11
- দাওয়াত ও মহিলাদের ভূমিকাঃ....................13
- নারীদের দাওয়াত দানের প্রয়োজনীয়তাঃ....................13
- সাংগঠনিক পর্যায়ে নারীর দায়িত্ব পালনঃ....................15
- নারীর সাংগঠনিক কাজের রুপরেখাঃ....................16
- নারীর প্রধান কাজঃ....................19
- নারীদের দাওয়াত দানের প্রথম মারকায পরিবারঃ....................21
- নারীর দাওয়াত দানের পদ্ধতিঃ....................23
- দ্বীন প্রচারে উম্মাহাতুল মুমিনীনের অংশগ্রহণঃ....................26
- ইসলামে নারীর অবদানঃ....................29
- ইতিহাসের আলোকে নারীর অবদানঃ....................31
- সমাপনীঃ....................32

তথ্যসুত্রঃ....................33

ভূমিকাঃ

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী জাতি নানাভাবে উপেক্ষিত, নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হয়ে এসেছে। পুরুষরা নারীকে বাদ দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ও বাস্তবায়ন করেছে। চাই সমাজে শান্তি আসুক বা না আসুক। সতেরশ শতাব্দীতে রোম শহরে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যে বৈঠকের নাম ছিল Council of the wise ‘জ্ঞানীদের অধিবেশন’। উক্ত অধিবেশনে জ্ঞানীরা ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, Women has no soul ‘নারীদের আত্মা নেই’। নারীদের ব্যাপারে যখন রোমের জ্ঞানীদের এই ধারণা, তখন বোঝাই যায় সাধারণ মানুষ তাদের সাথে কি আচরণ করত! ইহুদী ধর্মে নারীকে ‘পুরুষের প্রতারক’ বলা হয়েছে। ইউরোপীয়রা নারীকে ‘শয়তানের অঙ্গ’ মনে করত। গ্রীক সমাজের প্রাণপুরুষ বিশ্বখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসও মনে করতেন- Women is the greatest source of chaose and disruption in the world ‘পৃথিবীতে বিশৃংখলা ও বিভেদের সর্ববৃহৎ উৎস হ’ল নারী’।

কিন্তু ইসলাম সম্পূর্ণ এর বিপরীত। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা কিনা পুরুষের সাথে সব কাজেই নারীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আল্লাহ বলেন,وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ‘মুমিন ও মুমিনা একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়’ (তওবা ৭১)। ওমর (رضى الله عنه) বলেন, كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ لاَ نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ وَذَكَرَهُنَّ اللهُ، رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا- ‘আমরা জাহেলী যুগে নারীদেরকে কোন হিসাবেই ধরতাম না। অতঃপর যখন ইসলাম আসল এবং (কুরআনে) আল্লাহ তাদের (মর্যাদার) কথা উল্লেখ করলেন, তাতে আমরা দেখলাম যে, আমাদের উপর তাদের হক আছে’।[1] শরী‘আতের সব বিধানেই নারী শামিল রয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রেও নারীরা পুরুষদের থেকে বিচ্ছিনণ নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগে এক্ষেত্রে নারীদের উল্লেখযোগ্য পদচারণা ছিল। নিম্নে এ প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থাপন করা হ’ল।

কোরআনের আলোকে নারীর মর্যাদাঃ

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلٰواةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَواةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

তরজুমাঃ ঈমানদার পুরুষ ও নারীগন একে অপরের সাহায্যকারী ও বন্ধ’। তারা সৎ ও পুন্যময় কাজের নির্দেশ দেয় এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখে। আর নামায কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে এবং আল্লাহর আনুগত্য করে। তাদের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা মহা পরাক্রমশালী ও মহা বিজ্ঞানী। (সুরা তাওবাঃ ৭১)

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وٱلصَّائِمِينَ وٱلصَّائِمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيراً وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً

তরজুমাঃ নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ ও নারীগন, ঈমানদার পুরুষ ও নারীগন, অনুগত পুরুষ ও নারীগন, সত্যবাদী পুরুষ ও নারীগন, ধয্যশীল পুরুষ ও নারীগন, বিনিত পুরুষ ও নারীগন, স্বীয় লজ্জাস্থানের পবিত্রতা হিফাযতকারী পুরুষ ও নারীগন, এবং আল্লাহকে অধিক স্বরনকারী পুরুষ ও নারীগন। এ সবার জন্য আল্লাহর ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের ব্যাবস্থা করে রেখেছেন। (সুরা আহযাবঃ ৩৫)

হাদিসের আলোকে নারীর মর্যাদাঃ

হাদিসঃ আবু দাউদ শরীফ, হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত –

قال رسول الله)عليه الصلاة والسلام :(“بعد ولادة فتاة في منزل شخص ما ، لا ينبغي لها أن تعطيها قبرًا حيًّا مثل سن الجاهلية ، ولا تشعر باليأس ، ولا يعطى الابن الأولوية على الطفلة .”ثم يدخل الله الجنة “.

তরজুমাঃ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন -“কোন ব্যাক্তির ঘরে কন্যা সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পর সে যেন তাকে জাহিলিয়াতের যুগের মত জীবিত কবর না দেয় এবং তাকে তুচ্ছ মনে না করে, আর পুত্র সন্তানকে উক্ত কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য না দেয়। তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন”।

۞ আধুনিক সময়ে নারীর মর্যাদাঃ

ফারসী বীর Napolean Bonaparti বলেন-“ If you give me an educated and good mother, I’ll give you an educated and good nation”.“যদি তেমরা আমাকে একজন শিক্ষিত ও ভাল মা দিতে পার, তাহলে আমি তোমাদেরকে একটি শিক্ষিত ও ভাল জাতি উপহার দিতে পারব”।

কাজী নজরুল ইসলাম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ

“ রাজা করিতেছে রাজ্য শাসন

রাজারে শাসিছে রানী,

রানীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে

রাজ্যের যত জ্ঞানী

۞ ইসলাম প্রচারের গুরুত্বঃ

ইসলামকে সর্বত্র পৌঁছে দিতে দাওয়াত ও তাবলীগের বিকল্প নেই। প্রচারের কাজটি যত সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য হয়, প্রসারের কাজটিও তত সহজ হয়। কুরআন ও হাদীছে এ বিষয়ে ব্যাপক তাকীদ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

‘তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা প্রয়োজন, যারা (মানুষকে) কল্যাণের পথে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হবে সফলকাম। (আলে ইমরান ১০৪)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ.

‘হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার নিকট যা নাযিল হয়েছে তা পৌঁছে দিন। আপনি যদি এরূপ না করেন, তাহলে আপনি রিসালাতের বাণী পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের নিকট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের পথ দেখান না’ (মায়েদা ৬৭)।

যারা জানে অথচ মানুষকে জানায় না তাদের উপর আল্লাহ লানত করেছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ.

‘আমি যে সমস্ত সুস্পষ্ট বিষয় ও হেদায়াতের বাণী মানুষের জন্য নাযিল করেছি, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পরও যারা (মানুষ থেকে) গোপন রাখে তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত’

(বাক্বারাহ ১৫৯)।

এ ব্যাপারে হাদীছেও বিভিন্নভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ-

‘দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা বা উপদেশ দেয়ার নাম। আমরা (ছাহাবীরা) জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আল্লাহ, তাঁর রাসূল, মুসলিম নেতৃবর্গ এবং সাধারণ মানুষের জন্য।[2]

উল্লেখ্য, আল্লাহর কল্যাণ কামনা দ্বারা তাঁর প্রতি খালেছ ঈমান আনা ও ইবাদত করা বুঝায়। রাসূলের কল্যাণ কামনার অর্থ হ’ল রাসূলের আনুগত্য করা। মুসলমান নেতাদের কল্যাণ কামনার মাধ্যমে ভাল কাজে তাদের আনুগত্য করা ও তাদের বিদ্রোহ না করা এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণ কামনা দ্বারা তাদের উপদেশ দেয়া বুঝায়।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ-

জারীর বিন আব্দিল্লাহ (رضى الله عنه) বলেন, আমরা রাসূল (ﷺ) এর নিকট ছালাত প্রতিষ্ঠার, যাকাত প্রদানের, নেতার আদেশ শোনার ও তাঁর আনুগত্য করার এবং প্রত্যেক মুসলমানকে

উপদেশ দেয়ার শপথ গ্রহণ করলাম’।[3] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (رضى الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ-

‘একটি আয়াত হলেও তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও। বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে বর্ণনা কর, কোন দোষ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার উপরে মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিল।[4] হাদীছটিতে দাওয়াতের গুরুত্ব ফুটে ওঠেছে। সেই সাথে এ বিষয়েও সাবধান করা হয়েছে যে, তাতে যেন মিথ্যার লেশমাত্র না থাকে। নতুবা তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। বিদায় হজ্জের ভাষণেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একই নির্দেশ প্রদান করেছেন, أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ‘উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়’।[5] অতএব দ্বীনকে চির জাগ্রত রাখার জন্য দাওয়াত দান অত্যাবশ্যক। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই স্ব স্ব অবস্থান থেকে এ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

◈ দাওয়াতর ফযীলতঃ

আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দানের বহুবিধ ফযীলত রয়েছে। যেগুলো পড়লে বা শুনলে মুমিন হৃদয় দাওয়াত দানের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে, শত ঝঞ্ঝাট উপেক্ষা করেও দাওয়াতী ময়দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে উদ্বুদ্ধ হয়। দাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ‘কোন ব্যক্তি যদি ভালো কাজের পথ দেখায়, সে ঐ পরিমাণ নেকী পাবে, যতটুক নেকী পাবে ঐ কাজ সম্পাদনকারী নিজে’।[6]

খায়বার যুদ্ধের সেনাপতি আলী বিন আবু তালিবকে নছীহতের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ ‘আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একজন লোককেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটা তোমার জন্য লাল উটের (কুরবানীর) চেয়েও উত্তম হবে।[7]

উট ছিল আরব মরুর উৎকৃষ্ট বাহন ও উত্তম সম্পদ। তন্মধ্যে লাল উট ছিল আরো মূল্যবান। এজন্য হাদীছে লাল উটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আবূ হুরায়রা (رضى الله عنه) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً.

‘যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে মানুষকে ডাকে তার জন্য ঠিক ঐ পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে, যে পরিমাণ ছওয়াব পাবে তাকে অনুসরণকারীগণ। এতে অনুসরণকারীগণের ছওয়াব সামান্যতম কমবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার পথে কাউকে ডাকবে সে ঠিক ঐ পরিমাণ গোনাহ পাবে, যে পরিমাণ গোনাহ পাবে তাকে অনুসরণকারীগণ। এতে অনুসরণকারীদের গুনাহ সামান্যতম হরাস করা হবে না’।[8]

۞ দাওয়াত ও মহিলাদের ভূমিকাঃ

ভাল কাজে অংশগ্রহণ মুমিন নারীদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য দেখা যায়, তারা নিজ অঞ্চলে থেকে বিভিন্নভাবে দ্বীনের সহযোগিতা করেছেন। মোট কথা, দাওয়াত ও তাবলীগে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের ভূমিকাও অপরিসীম।

۞ নারীদের দাওয়াত দানের প্রয়োজনীয়তাঃ

নারী জাতির ফিতনা সম্পর্কে বহু দলীল-প্রমাণ রয়েছে। বহু জাতি নারীর কূটকৌশল ও মায়াজালে পড়ে ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং পুরুষের আকর্ষণের প্রধান হাতিয়ার এই নারীকে সংযত ও নিরাপদ রাখার মধ্যে রয়েছে পুরো জাতির কল্যাণ। মন্দ চরিত্রের নারীদের ক্ষতিকর বিষয় সমূহ থেকে পুরুষদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

‘আমি পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে ক্ষতিকর জিনিস আর কিছু রেখে যাইনি।[11] অন্যত্র রাসূল (ﷺ) বলেন,

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

‘দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট সবুজ স্থান। আল্লাহ তোমাদেরকে এখানে প্রতিনিধি করেছেন যেন তিনি দেখতে পারেন, তোমরা কেমন আমল কর। সুতরাং তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং নারীদের ভয় কর (সতর্ক হও)। কারণ বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা নারীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল।[12]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, اَلشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ ‘অকল্যাণ রয়েছে নারীতে, বাসস্থানে ও ঘোড়ায়’।[13]

স্বয়ং আল্লাহ বলেন, إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ‘নিশ্চয়ই তোমাদের ষড়যন্ত্র বড়ই কঠিন (ইউসুফ ২৮)।

উপরে উল্লিখিত বাণীগুলোতে নারীদের যে অনিষ্টের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা শরীআত অমান্যকারী নারী উদ্দেশ্য। যাদের সংসার দেখাশুনা করার, বাচ্চা প্রতিপালনের যোগ্যতা নেই। সামান্য কথায় ঝগড়া করে। পুরুষের সাথে কাঁধ মিলিয়ে সমঅধিকার চায়। যারা ঘরের বধূ হওয়ার চেয়ে অফিসের ম্যাডাম হওয়াকে বেশি আকর্ষণীয় মনে করে। তবে মুমিন নারীদের হতাশার কিছু নেই। সৎ নারীদের রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ‘পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদ’ বলেছেন।[14] সাহাবীগণ বললেন, যদি আমরা জানতে পারতাম কোন সম্পদ উত্তম, তবে তা আমরা জমা করতাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমাদের কারো সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হল আল্লাহর যিকরকারী জিহবা, কৃতজ্ঞ অন্তর ও মুমিনা স্ত্রী, যে তার (স্বামীর) ঈমানের ব্যাপারে সাহায্য করে।[15] নেককার নারী স্বভাবে এত উন্নত হয় যে, স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে সালাম পাঠান। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, (হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন থাকার দিনগুলিতে) একদিন জিবরীল (عليه السلام) নবী করীম (ﷺ) এর নিকট এসে বললেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيْهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِىَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّيْ، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ– ‘হে আল্লাহর রাসূল! এই যে খাদীজা একটি পাত্র নিয়ে আসছেন। তাতে তরকারী ও খাদ্যদ্রব্য রয়েছে। তিনি যখন আপনার নিকট আসবেন, তখন আপনি তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং তাঁকে জান্নাতের মধ্যে মুক্তাখচিত এমন একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দিবেন, যেখানে হৈ-হুল্লোড় নেই, নেই কোন কষ্ট’।[16] এমনিভাবে মা আয়েশা (رضى

(الله عنه) কেও জিবরীল (عليه السلام) সালাম জানিয়েছেন। জবাবে তিনিও জিবরীল (عليه السلام) কে সালাম জানান।[17]সুতরাং নেককার নারীরা তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমাজে থাকবে মাথা উঁচু করে। সমাজ দেখবে হাদীছে যে সমস্ত নারীকে তিরষ্কার করা হয়েছে, তারা সেই সব নারী নয়। তারা আমলে, আক্বীদায়, যোগ্যতায় অনেক পুরুষের চেয়েও উত্তম।

এজন্য নারীরা তাদের অবস্থানে থেকে মন্দ নারীদের ভয়াবহ পরিণতি তাদের নিকট তুলে ধরবে। তারা যেন পুরো জাতির চরিত্র নষ্টের কারণ না হয়, তাদের মাধ্যমে যেন যেনা ছড়িয়ে না পড়ে, যুব চরিত্র ধ্বংস না হয়- তা বুঝিয়ে বলবে। তাই নারীদের দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। পাশাপাশি নেককার নারীদের যে সম্মান, নিরাপত্তা, প্রশান্তি সর্বশেষে জান্নাতের সুসংবাদ ঘোষিত হয়েছে তা শুনিয়ে নারীদেরকে সেদিকে আগ্রহী করে গড়ে তুলতে হবে।

۞ সাংগঠনিক পর্যায়ে নারীর দায়িত্ব পালনঃ

আল্লাহর রাস্তায় সময় দেয়ার ফযিলতঃ

হাদিসঃ বুখারী শরীফ কিতবুল জিহাদ ২৭৯৪ নং ও মুসলিম শরীফ কিতাবুল ইমারত **১৮৮১** নং হাদিস, হযরত সাহল ইবনে সাদ (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত –

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"من الأفضل أن تقضي صباح اليوم أو بعد الظهيرة في شوارع الله أكثر من الأرض وكل شيء فيها".

তরজুমাঃ রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন -"আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল বা বিকাল অতিবাহিত করা পৃথিবী ও তার ভিতরের সকল কিছু হতে উত্তম"।

দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার ফযিলতঃ

হাদিসঃ বুখারী শরীফ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (رضی الله عنه)   হতে বর্ণিত -

ال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"ابتعث عني حتى لو كانت هناك آية ."والحديث عن بني اسرائيل.

لا يوجد ضرر في ذلك .إذا كان الشخص يستحضر نيتلي ، فعليه أن يبحث عن عنوانه الدائم في الجحيم

তরজুমাঃ রাসুল(ﷺ)ইরশাদ করেন -"একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ হতে প্রচার কর। আর বনী ইসরাইল সম্পর্কে আলোচনা কর। তাতে কোন দোষ নেই। যে ব্যাক্তি আমার প্রতি ইচ্ছা পুর্বক মিথ্যা আরোপ করে, তার চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে সন্ধান করা উচিত"।

۞ নারীর সাংগঠনিক কাজের রুপরেখাঃ

তিনটি জায়গায় নারীর কাজ করা সম্ভবঃ

১. নিজ বাড়ী বা মহল্লায়।

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

৩. আত্নীয়ের বাড়ীতে।

৪. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (অনলাইনে)

* নিজ বাড়ীতে ইসলাম ও সুন্নিয়ত প্রচারঃ

১. পরিবারের সদস্যদের সাথে সালাম বিনিময় ও আদব রক্ষা করুন।

২. পরিবারে নিজের স্থান তৈরী করুন।

৩. বিভিন্ন ধর্মীয় দিবস ও ফাতিহা নিজ পরিবারে পালন করুন।

৪. বিভিন্ন সুন্নি প্রকাশনা সংগ্রহ করে পরিবারের সদস্যদের পড়তে উৎসাহিত করুন।

৫. মা-বাবা সহ পরিবারের সকল মুরব্বীদের যথাযত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন।

৬. ছোট ভাই বোন, ছেলেমেয়ে সহ পরিবারের সকল ছোটদের স্নেহ করুন ও সৎ পথে পরিচালনার চেষ্টা করুন।

* শিক্ষা প্রতিষ্টানে ইসলাম ও সুন্নিয়ত প্রচারঃ

১. সহপাঠিদের সাথে ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি করুন।

২. সহপাঠিদের চিন্তাধারা সম্পর্কে জানুন।

৩. সহপাঠিদের সুসংঘঠিত করুন।

হাদীসঃ তিরমীযী শরীফ –

قال رسول الله (ﷺ)، "يد الله تمتد نحو جماعة .من ذهب لوحده بدون جماع ، هو الوحيد الذي يقوده طريق القدير "

তরজুমাঃ রাসুল (ﷺ) বলেন – "জামাআতের প্রতি আল্লাহর হাত প্রসারিত থাকে। যে জামাআত ছাড়া একাকী চলে, সেতো একাকী দোযকের পথেই ধাবিত হয়"।

৪. সতীর্থদের সাথে সৎভাব বজায় রাখুন।

৫. সতীর্থদের যেকোন সাহায্যে এগিয়ে আসুন।

* আত্মীয়ের বাড়ীতে ইসলাম ও সুন্নিয়ত প্রচারঃ

১. নিজেকে ইসলামী সুন্দর লেবাসে উপস্থাপন করুন।

২. কথাবার্তায়, চাল-চলনে শালিনতা বজায় রাখুন।

৩. আত্মীয়ের সাথে সৎভাব বজায় রাখুন।

৪. পরামর্শ চাইলে আত্মীয়দের সুন্দর ও শরীয়ত ভিত্তিক পরামর্শ দিন।

৫. আত্মীয়দের অনুষ্ঠানাদিতে ইসলামী সুন্নি বই বা প্রকাশনা হতে উপহার দিন।

*সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে

বতর্মান যুগ হলো আধুনিক যুগ। দিন দিন পুরো পৃথিবী ই আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসছে। এই যুগে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কার করেছেন যা মানবসভ্যতাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আগে মানুষ যেমন কারোর সাথে কথা বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে বেগ পেতে হতো, এখন আর সে সময় নেই। আমাদের সবার কাছে ই স্মার্ট ফোন বা ইন্টারনেট এক্সেস আছে যার মাধ্যমে আমরা চাইলে ই মূহুর্তের মধ্যে কোনো সংবাদ পাঠাতে বা পেতে পারি।এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য কিছু মাধ্যম হলো ফেইসবুক ইউটিউব লিংক ডিন ইত্যাদি। সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো ফেইসবুক। এখন একজন মুমিন নারী হিসাবে উচিত এই মাধ্যমকে ভালো কাজে তথা ইসলামের দাওয়াতের কাজে ব্যায় করা। কিভাবে সেটা করা যায় তার কিছু উদাহরণ দেওয়া যায়

১. বিভিন্ন ইসলামিক ব্লগ সাইটে লিখালিখি করা, যেখানে ইসলামের মৌলিক বিষয় বা নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা

২. যেকোনো হাদিস বা শর্ট ভিডিও যেখানে শিক্ষনীয় বিষয় আছে তা শেয়ার করা।

৩. নারীদের অধিকার এবং তথাকথিত ফেমেনিস্টদের উদ্দেশ্য নিয়ে লিখালিখি করা।

৪. যারা অফলাইনে কোরআন শিখতে পারে না তাদের অনলাইনে বিভিন্ন ব্যাচ আকারে কোরআন হাদিস ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো শিখানো।

৫.ইসলামের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তাদের উচিত জবাব দেওয়া এবং বাকিদের সাবধান করা।

তবে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা অতীব জরুরি। এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেমন উপকার ও করা যায় ঠিক তেমনি ই এটার মাধ্যমে বড় ধরনের ফেতনায় পড়ার সম্ভাবনা ও আছে।তাই খুব সতর্ক হয়ে এইখানে সময় ব্যায় করা উচিত। এমন জানি না হয় সারাক্ষণ ফোন নিয়ে পড়ে থাকলাম, আর পরিবারের হকের বিষয়ে গাফেল হয়ে গেলাম। এটাতে ফায়দা তো নেই ই উল্টো গুনাহের ভাগিদার হবে।

۞ নারীর প্রধান কাজঃ

১. নিজ বাড়িতে ইসলামী মুল্যবোধ জাগ্রত করা।

২. ইসলামের সঠিক ধারা সম্পর্কে জানা।

৩. জ্ঞান অর্জন করা ও অন্যকে জ্ঞান অর্জনে অনুপ্রানিত করা।

হাদীসঃ ইবনে মাজাহ, হযরত আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত –

قال رسول الله ، "إنه واجب على كل مؤمن أن يكتسب معرفة الإسلام."

তরজুমাঃ রাসুল (ﷺ) বলেন – “প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের জন্য দ্বীনি ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ”।

৪. আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামআা মতাদর্শ ভিত্তিক বিভিন্ন ইসলামী অনুষ্ঠানে যাওয়া ও অন্যদের নেওয়া।

৫. নিজ বাড়ী বা মহল্লায় ইসলামী অনুষ্টানের আয়োজন করা।

* কোরআন শিক্ষার আসরের আয়োজন।

* হাদিস শিক্ষার আসরের আয়োজন।

* বিভিন্ন ইসলামী মতাদর্শ ভিত্তিক ভিডিও ক্যাসেট প্রদর্শন।

* হামদ ও নাত মাহফিল আয়োজন।

৬. সংগঠনের দাওয়া দেয়া ও দাওয়াত গ্রহন কারীদের সংগঠনের মাধ্যমে সংঘঠিত করা।

وَمَن يَعْتَصِمْ بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ صِرَاطٍمّسْتَقِيو

তরজুমাঃ আর যে ব্যাক্তি আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারন করবে সে নিশ্চয় সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শিত হবে। (সুরা তাওবাঃ১০১)

হাদীসঃ আবু দাউদ শরীফ – ৪র্থ খন্ড ৪৭৫৮ নং হাদীসে হযরত আবু যর (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত –

قال رسول الله :(): “الشخص الذي ترك الجماعة وذهب بعيدا ، كان يجب أن يفصل عنقه من حبل الإسلام”.

তরজুমাঃ রাসুল (ﷺ) বলেন – "যে ব্যাক্তি জামাআত ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমান দূরে সরে গেল, সে যেন ইসলামের রজ্জু থেকে তার গর্দান কে আলাদা করে নিল"।

৭. নিজ সমাজ, পাড়া বা মহল্লায় সামাজিক কাজে অংশগ্রহন করা ও অন্যকে অংশগ্রহনে উৎসাহ দেয়া।

৮. নারী অধিকার সম্বন্ধে নারীদের সঠিক শরিয়ত ভিত্তিক জ্ঞান দান।

৯. পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে অপসংস্কৃতি ও অনৈসলামিক কর্মকান্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখা ও অন্যকে বিরত থাকার আহবান জানানো।

১০.আহলে সুন্নাহ ওয়াল জাম'আ মতাদর্শ ভিত্তিক বিভিন্ন ইসলামী প্রকাশনা প্রচারের ব্যবস্থা করা।

۞ নারীদের দাওয়াত দানের প্রথম মারকায পরিবারঃ

পরিবার হল জাতির প্রথম ভিত্তি। এজন্য কুরআন ও হাদীছে প্রথমে পরিবারের মাধ্যমে দাওয়াত প্রদানে জোর দেয়া হয়েছে। প্রতিটি পরিবারের প্রধান যদি নিজ পরিবারকে ভাল কাজের আদেশ, মন্দ কাজে নিষেধ করত, তবে সমাজ আজ অধঃপতনের অতল তলে হারিয়ে যেত না। দুষ্ট ও নষ্ট সন্তানের ক্রমবৃদ্ধি ঘটতো না। সুসন্তানের সংখ্যা বেড়ে যেত। পরিবারে ও সমাজে শান্তি নেমে আসতো। সেকারণ সব সন্তানেরই প্রথমে পরিবার থেকে উপদেশ পাওয়া উচিত। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর' (তাহরীম ৬)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ 'আপনি আপনার পরিবার ও নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন' (শুআরা ২৬)।

রাসূল (সাঃ) বলেন

مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي,

‘সাত বছর বয়সে উপনীত হলে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ছালাতের নির্দেশ দাও। দশ বছরে উপনীত হলে তাদেরকে (ছালাতের অভ্যাস না হয়ে থাকলে) প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও’।[18] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অন্যত্র বলেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُم مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ-

‘তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার এ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ইমাম একজন রক্ষক। তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ব্যক্তি তার পরিবারের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের ও সন্তানের দায়িত্বশীল। তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। খাদেম তার মনিবের মালের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদের সবাই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।[19]

কোন মানুষ তার দায়িত্ব সম্পর্কে জওয়াবদিহি না করে পার পাবে না। যে যতটুকু দায়িত্ব নিয়ে আছে, সে তার মেধা, যোগ্যতা ও কর্মের হিসাব ততটুকুই দিবে। নারীকে তার পরিবারের সন্তানাদি, স্বামীর খেদমত, তার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে আল্লাহর নিকট হিসাব পেশ করতে হবে। এই জওয়াব দানের চিন্তা-ভাবনা যদি সে করে তবে দুনিয়াতেই সে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করবে এবং হিসাবের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে। সুতরাং নারীকে জেগে ওঠতে হবে। নেপোলিয়ানের বিখ্যাত উক্তি সবারই জানা। তিনি বলেছেন, GIVE ME A GOOD

MOTHER, I WILL GIVE YOU A GOOD NATION. 'তুমি আমাকে একজন ভাল মা দাও, আমি তোমাকে একটি ভাল জাতি উপহার দিব'। আরবের কবি হাফিয ইবরাহীম বলেন,

اَلْأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا *أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الأَ عْرَاقِ

'মা হল মাদরাসার ন্যায়। যদি তুমি তাকে যত্ন সহকারে গড়ে তোল, তবে তুমি তো এক মহান পবিত্র জাতিকে গড়ে তুললে'।

সুতরাং একজন নারী একটি জাতি গঠনে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, একজন পুরুষের পক্ষে তা কখনোই সম্ভব নয়। সুতরাং শিক্ষিত নারীর জন্য উচিত তাদের দোষ শুধরে দিয়ে, ভাল কাজের উপদেশ দিয়ে পুরো পরিবারকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যেতে উৎসাহ দেয়া।

۞ নারীর দাওয়াত দানের পদ্ধতিঃ

ঘর হল নারীদের বিচরণ ক্ষেত্র। তাকে ঘরে থাকতে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى

তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের ন্যায় নিজেদেরকে প্রকাশ করো না' (আহযাব ৩৩)।

ইবনু মাসঊদ (رضى الله عنه) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

'নারী হল গোপনীয়তার বিষয়। সুতরাং যখন সে বের হয় তখন শয়তান চোখ তুলে তাকায়'।[20]'শয়তান চোখ তুলে তাকায়'-এর অর্থ হল- শয়তান নারীকে পুরুষের নিকট

আকর্ষণীয় করে তুলে ধরে অথবা নারীর রূপ-সৌন্দর্য পুরুষের নিকট প্রকাশ করতে শয়তান নারীকে উসকে দেয়।

এর অর্থ এই নয় যে, নারীরা ঘর থেকে বের হতে পারবে না, পুরুষকেই তার যাবতীয় প্রয়োজন সেরে দিতে হবে। হিজাবের বিধান নাযিল হওয়ার পর ওমর (رضى الله عنه) সাওদা (رضى الله عنه) কে বাইরে দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিষয়টি সাওদা (رضى الله عنه)রাসূল (ﷺ) কে জানান। অতঃপর কিছুদিন পর অহী নাযিল হয়। রাসূল (ﷺ) সাওদা (رضى الله عنه)কে ডেকে বলেন, إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ

‘প্রয়োজনে তোমাদেরকে বাড়ির বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হয়েছে’।[21]

উম্মে আতিইয়াহ (رضى الله عنه)বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি পুরুষদের পিছনে থাকতাম এবং তাদের জন্য খাদ্য প্রস্ত্তত করতাম। রোগী ও আহতদের সেবা করতাম।[22]

অন্য হাদীছে এসেছে, জাবির বিন আব্দুল্লাহ (رضى الله عنه) বলেন, طُلِّقَتْ خَالَتِيْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّيْ نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِيْ أَوْ تَفْعَلِيْ مَعْرُوْفًا– ‘আমার খালাম্মা তালাকপ্রাপ্তা হলে (ইদ্দতের সময়সীমার মধ্যে) তিনি গাছ থেকে খেজুর কেটে আনতে চাইলেন। কিন্তু জনৈক ব্যক্তি তাকে বাড়ি থেকে বের হতে নিষেধ করলেন। তিনি (খালা) রাসূল (ﷺ)এর নিকট আসলেন। রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন, অবশ্যই তুমি খেজুর কাটতে পার। আর তুমি তো এগুলো দান করবে এবং কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করবে।[23]

ইসলাম নারীকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন ও প্রচারের কাজে বাইরে বের হতে বাধা দেয় না। সে নিরাপদ স্থানে থেকে নারীদের মাঝে দাওয়াত দেবে। নারী কর্মী গড়ে তোলার লক্ষে তাদের মধ্যে

অধিক যোগ্য ব্যক্তির বাড়িতে অন্যান্য নারী কর্মীরা আসবে। তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেবে, পরামর্শ নেবে এতে কোন বাধা নেই। যেমন মা আয়েশা ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীনের কাছে নারীরা যাতায়াত করতেন। তবে আজকাল সংগঠনের নামে মেয়েরা যেভাবে এক থানা থেকে অন্য থানা, এক জেলা থেকে অন্য জেলায় পুরুষদের মত অবলীলায় যাতায়াত শুরু করেছে, তা কাম্য নয়। দীর্ঘ সময়ের পথ পাড়ি দিয়ে কোথাও তার ঘন ঘন ও নিয়মিত যাতায়াত তার হিজাবের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে। এমন দূরবর্তী স্থানে সে মাহরামের সাথে যাবে নতুবা পুরুষ দাঈ সেখানে দাওয়াত দিবে।

নারী যখন বের হবে তখন সে নিজেকে হিজাব দ্বারা আবৃত করে নিবে। আল্লাহ বলেন

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ,

‘হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনা নারীদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না’ (আহযাব ৫৯)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না। নতুবা যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা লোভ করে বসবে’ (আহযাব ৩২)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ

‘যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র’ (আহযাব ৩৩)। আয়াত ৩টিতে নারীদের পর্দা ও পুরুষদের সাথে আদান-প্রদানের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো মেনে পূর্ণ হিজাব অবলম্বন করে নারী ইসলাম অনুমোদিত স্থানে যেতে পারবে এবং স্ব স্ব অবস্থানে থেকে বা মুহরিম পুরুষের সাথে প্রয়োজনে নিকটতম দূরত্বে গিয়েও মহিলাদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করতে পারবে।

۞ দ্বীন প্রচারে উম্মাহাতুল মুমিনীনের অংশগ্রহণঃ

উম্মাহাতুল মুমিনীন সর্বশক্তি দিয়ে ইসলামকে বিজয়ী রাখার চেষ্টা করেছেন। অহী নাযিলের সূচনালগ্নে খাদীজা (رضى الله عنه) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে যে অভয় বাণী এবং সান্তবনা দিয়েছিলেন, তা নারী জাতির দৃঢ়তা বাড়িয়ে দেয়। বৃদ্ধি করে নারী হিসাবে তার সাহস ও শক্তিকে। পুরুষের প্রচন্ড বিপদের সময় নারী যে তার নিরাপদ সহায়, তাকে সান্ত্বনা দানকারী, ইসলামের ইতিহাস সে কথাই প্রমাণ করে।

(১) ‘হেরা’ গুহায় যখন অহী নাযিল শুরু হয় তখন জিবরীল আমীন এসে রাসূল (ﷺ) কে জড়িয়ে ধরে পর পর তিনবার খুব জোরে চাপ দেন। এতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ভীষণ ব্যথা অনুভব করেন। তৃতীয়বার ছেড়ে দিয়ে বলেন, ‘পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন’। এভাবে ৫টি আয়াত নাযিল করে ফেরেশতা চলে যান। এ ঘটনায় রাসূল (ﷺ) ভয়ে তটস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। ঘরে এসে মমতাময়ী স্ত্রী খাদীজাকে বললেন, زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ ‘আমাকে চাদর দিয়ে

ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। অতঃপর তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়ার পর খাদীজাকে সব ঘটনা খুলে বললেন। এটাও বললেন, لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِيْ ‘আমি আমার জীবনের উপর আশংকা করছি’। খাদীজা (رضى الله عنه) সান্তবনা দিয়ে বললেন, كَلاَّ وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ- ‘কখনোই নয়, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করেন। অসহায় মানুষের দায়িত্ব বহন করেন। নিঃস্বকে সাহায্য করেন। মেহমানের আপ্যায়ন করেন। হক্বের পথের বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিদেরকে সহযোগিতা করেন’।[24]

কি চমৎকার সান্ত্বনা! ভীতি দূরকারী কতই না কার্যকর ভাষা! আশংকা লাঘবকারী কি আদরমাখা অভয়! আসলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর এই চরম মুহূর্তে মা খাদীজা (رضى الله عنه)-এর মত একজন বয়স্কা মহিলার বড়ই প্রয়োজন ছিল। মা খাদীজা প্রসঙ্গে ইবনে হিশাম বলেন, খাদীজা সর্বপ্রথম নবী করীম (ﷺ) এর উপর ঈমান আনেন। নবী করীম (ﷺ) কে লোকেরা প্রত্যাখান করত, তাকে মিথ্যা বলত। এতে তিনি মনঃকষ্টে ভারাক্রান্ত হয়ে ঘরে আসার পর খাদীজা (رضى الله عنه) তার নবুঅতের স্বীকৃতি দিতেন। তার দুঃখকে হালকা করতেন।[25]

(২) ইসলাম প্রচারে হাদীছের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে রাসূল (ﷺ) এর স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা (رضى الله عنه) এর অবদান সবচেয়ে বেশী। প্রসিদ্ধ ছয়জন হাদীছ বর্ণনাকারীর মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি ২২১০টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। দ্বীনী জ্ঞানের পাশাপাশি তিনি দুনিয়াবী জ্ঞানেও ছিলেন ঈর্ষণীয় অবস্থানে। তিনি উচ্চ ভাষা জ্ঞানের অধিকারিনী ছিলেন। তিনি তাফসীর, ফারায়েয, বংশবিদ্যা, কবিতা, চিকিৎসা, আরবদের ইতিহাস, আরবী সাহিত্য ও বক্তব্যে সমান পারদর্শী ছিলেন। তার জ্ঞানের কথা স্বীকার করে ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, لو جمع علم عائشة إلى علم

جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل- ‘যদি আয়েশা (رضى الله عنه)এর ইলম ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অন্যান্য স্ত্রী ও সমস্ত নারীদের ইলম একত্রিত করা হয়, তবে আয়েশা (رضى الله عنه)এর ইলম উত্তম হবে’।[26] যুবাইর ইবনুল আওয়াম(رضى الله عنه)বলেন, ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال وحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا النسب من عائشة رضي الله عنها. ‘আল-কুরআনের ফরয বিষয়, হালাল-হারাম, আরবদের কাহিনী, বংশবিদ্যা সম্পর্কে আয়েশা (رضى الله عنه) অপেক্ষা অধিক জানে এমন কাউকে দেখিনি’।[27]

রাসূল (ﷺ) ছিলেন কুমারী মেয়ের চেয়েও বেশী লজ্জাশীল।[28] অথচ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ নারী। তাদের হায়েয, নিফাস, স্বামী সহবাস, তাহারাত ইত্যাদি ঘরোয়া ও খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ আবশ্যক একটি বিষয়। রাসূল (ﷺ) এর নিকট থেকে উম্মাহাতুল মুমিনীন এ ধরনের যাবতীয় মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গেছেন। আয়েশা (رضى الله عنه) থেকে বর্ণিত, এক আনছারী মহিলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গোসলের নিয়ম বলে দিয়ে বললেন, خُذِيْ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِيْ بِهَا ‘তুমি এক টুকরা কাপড়ে সুগন্ধি লাগিয়ে পবিত্রতা অর্জন কর’। মহিলা বলল, كَيْفَ اَتَطَهَّرُ ‘কিভাবে পবিত্রতা হাছিল করব’? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, تَطَهَّرِىْ بِهَا ‘এটা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন কর’। মহিলা বলল, كَيْفَ ‘কিভাবে’? রাসূল (ﷺ) (লজ্জায় অবাক হয়ে) বললেন, سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِىْ ‘সুবহানাল্লাহ, পবিত্রতা অর্জন কর’। আয়েশা (رضى الله عنه) বলেন, অতঃপর আমি মহিলাকে টেনে আমার দিকে নিয়ে আসলাম এবং বললাম, তা দিয়ে রক্তের চিহ্ন ভালভাবে মুছে ফেল।[29]

নারীদের একেবারে গোপনীয় কথা, যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজের মুখে আনতে পারেন না, এমন কথা স্ত্রী ছাড়া কে বুঝিয়ে বলবে নারী সমাজকে? তাদের মাধ্যমে পারিবারিক জীবনের যাবতীয়

বিষয় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। তৎকালীন যুগে বিজ্ঞ ছাহাবীদের হাদীছ প্রচারের কেন্দ্র ছিল। মা আয়েশা (رضى الله عنه) এরও হাদীছের দারস প্রদানের কেন্দ্র ছিল। তার কেন্দ্রের নাম মসজিদে নববী। বড় বড় ছাহাবী, তাবেঈগণ এ কেন্দ্রে উপস্থিত হ'তেন, হাদীছের জ্ঞান অর্জনের জন্য। এ বিষয়ে আবূ মূসা আশ'আরী (رضى الله عنه)এর কথাটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا-

'আমাদের রাসূল (ﷺ) এর ছাহাবীদের নিকট কোন হাদীছের অর্থ বুঝা কষ্টকর হ'লে (খটকা লাগলে) আমরা আয়েশা (رضى الله عنه) এর নিকট জিজ্ঞেস করতাম এবং তার কাছে উহার সমাধান পেয়ে যেতাম।[30]

এভাবে উম্মাহাতুল মুমিনীন দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন। তারা রাসূল (ﷺ) কে পরামর্শ ও মতামত দিয়ে সাহস যুগিয়েছেন। মূলতঃ দ্বীন কায়েম ও প্রচারে নারীর এ ধরনের ভূমিকা পুরুষের বিরাট পাথেয়।

۞ ইসলামে নারীর অবদানঃ

ইসলামের শুরুতে যুদ্ধের ময়দানে নারীর অবদানঃ

হাদিসঃ বুখারী শরীফ ৩৮১১নং, মুসলিম কিতাবুল জিহাদ ১৮১০ নং হাদিস, হযরত আনাস (رضى الله عنه) হতে বর্ণিত –

ي يوم أحد ، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وابنة أبو بكر ، وعلى أمي ()، أم (، أنها رفعت كمية الملابس في الثياب .هذا هو ، رأيت أقدامهم – أستطيع أن أرى .كانوا يحملون الماء على ظهورهم وصبوا الماء على الجرحى .بالعودة مرة أخرى ، تملأ مياه الشرب الجرحى .في ذلك الوقت سقط سيفه مرتين)أو ثلاث مرات (من يد أبو طلحة

তরজুমাঃ "উহুদ যুদ্ধের দিন আমি (হযরত আনাস (رضى الله عنه)) আবু বকর (رضى الله عنه) এর কন্যা হযরত আয়েশা (رضى الله عنه) কে এবং (আমার মাতা) হযরত উম্মে সুলায়মা (رضى الله عنه) কে দেখতে পেলাম যে, তারা পরনের কাপড় এতটুকু পরিমান উঠিয়েছেন যে, আমি তাদের পায়ের খাড়– আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। তারা পানির মশক ভরে নিজেদের পিঠে বহন করে এনে আহতদের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। পুনরায় ফিরে গিয়ে পানি ভরে নিয়ে আহতদেরকে পান কারাচ্ছিলেন। এ সময় হযরত আবু তালাহা (رضى الله عنه) এর হাত হতে (তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে) তার তরবারিটি দুবার বা তিনবার পড়ে গিয়ে ছিল"।

কাজী নজরুল ইসলাম (رحمة الله عليه) বলেনঃ

"কোন কালে হয়নিকো জয়ী

পুরুষের তরবারী,

শক্তি দিয়েছে, সাহস দিয়েছে

বিজয়া লক্ষী নারী "।

۞ ইতিহাসের আলোকে নারীর অবদানঃ

ইসলামের অগ্রগতিতে বিভিন্নভাবে নারী সমাজ অবদান রেখেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সমাজিক ক্ষেত্রে, জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, জিহাদের ক্ষেত্রে। কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলঃ

*ইসলাম ধর্মে প্রথম যিনি দীক্ষিত হন তিনি একজন নারী। হযরত খাদিজাতুল কোবরা (رضى الله عنه)।

*ইসলাম ধর্মে প্রথম যিনি প্রথম শাহাদাত বরন করেন তিনি একজন নারী। হযরত সুমাইয়া (رضى الله عنه)।

*ইসলামের নবী রাসুলেপাক (ﷺ) এর নবুওতের কথা যিনি প্রথম জানতে পারেন তিনি একজন নারী। হযরত খাদিজাতুল কোবরা (رضى الله عنه)।

*রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মিরাজ গমনের কথা যিনি প্রথম জানতে পারেন তিনি একজন নারী। হযরত উম্মে হানী (رضى الله عنه)।

*রাসুল (ﷺ) এর নুরানী পবিত্র বংশধারা কিয়ামত পর্যন্ত যার মাধ্যমে পৃথিবীতে অব্যহত থাকবে তিনি একজন নারী। নবী তনয়া হযরত ফাতেমা (رضى الله عنه)।

*রাসুল (ﷺ) এর পারিবারিক জীবনের ব্যাপক তথ্যদি সুন্দরভাবে হাদিসের মাধ্যমে যিনি আমাদের জানিয়েছেন তিনি একজন নারী। হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (رضى الله عنه)। যার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২১০।

*হযরত হোসাইন (رضى الله عنه) এর কন্যা হযরত সকিনা (رضى الله عنه) সে যুগের প্রভাবশালী বিদুষী গুনবতী মহিলা ছিলেন।

*খলিফা হরুনুর রশিদ (رحمة الله عليه) এর স্ত্রী জুবাইদা (رحمة الله عليه) জ্ঞান বুদ্ধির দিক দিয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

*বসরার হযরত রাবেয়া বসরী (رحمة الله عليه) এর অধ্যাত্মিক সাধনা বিশ্বের এক অবিস্বরনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

*ভারতবর্ষের চাঁদ সুলতানার বীরত্ব, নুরজাহান ও রাজিয়ার রাষ্ট পরিচালনা, জেবুন্নেসা কুদসিয়া ও জাহানারার অসাধারন ধীশক্তি ও সাহিত্য সাধনা নারী জাতির ইতিহাসে এক গৌরব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

۞ সমাপনীঃ

পরিশেষে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, দাওয়াত ও তাবলীগে নারীদের ভূমিকা অপরিসীম। বরং নারী অঙ্গনে পুরুষদের চেয়ে নারীদের দাওয়াতই অধিক কার্যকর। কেননা নারী দাঈরাই অপরাপর নারীদের দ্বীনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি হাতে কলমে শিক্ষা দিতে পারে। যা পুরুষদের পক্ষে অসম্ভব। অনুরূপভাবে পুরুষদের দাওয়াতী কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা দানের মাধ্যমেও নারী দ্বীন প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। বরং বলা যায় দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজটি নারী ব্যতীত অপূর্ণই থেকে যাবে। সে তার মতামত, চিন্তা-ভাবনা, লেখনী, বক্তব্য, পরামর্শ দিয়ে যেমন দ্বীন প্রচারের কাজে অংশ নিতে পারে, তেমনি নিজে নিকটস্থ্ নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হয়েও মা বোনদের মাঝে দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য বৈঠক করতে পারে। একটি কথা নারীকে ঘর থেকে বের হওয়ার আগে চিন্তা করতে হবে যে, সে যেখানে যাবে, তাতে আল্লাহ কতটুকু সন্তুষ্ট আছেন। তার তাক্বওয়া নির্দ্বিধায় তাকে অনুমতি দিলে তবেই সে বের হ’তে পারবে।

তথ্যসূত্রঃ

[1]. বুখারী হা/৫৮৪৩।

[2]. মুসলিম হা/১৯৬; আহমাদ হা/১৬৯৪; তিরমিযী হা/১৯২৬।

[3]. বুখারী হা/৫৭, ‘ঈমান’ অধ্যায়; মুসলিম হা/১৯৯; আহমাদ হা/১৯১৯১।

[4]. বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া হা/৩৪৬১; আহমাদ হা/৬৪৮৬।

[5]. বুখারী হা/৬৫, ৪০৫৪, ৫১২৪, ৬৮৯৩।

[6]. মুসলিম, ‘নেতৃত্ব’ অধ্যায়, হা/৪৮৯৯; রিয়াযুছ ছালেহীন (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০০) ১/১৪৯, হা/১৭৩।

[7]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়ায, হা/১৭৫।

[8]. মুসলিম হা/৬৮০৪; রিয়ায, ১/১৪৯, হা/১৭৪।

[11]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৫১।

[12]. মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৫২, ৬/১৪৩।

[13]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৫৩, ৬/১৪৪।

[14]. মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/২৯৪৯, ৬/১৪২।

[15]. আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৭০; তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/২২৭৭, সনদ ছহীহ।

[16]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৫৯২৫, ১১/১৮৯।

[17]. মুত্তাফাক্ব, বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৫৯২৭, ১১/১৯০।

[18]. আবূদাঊদ হা/৪১৮, সনদ ছহীহ; রিয়ায, হা/৩০১।

[19]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়ায, হা/৩০০, ১/২২৭।

[20]. তাহক্বীক্ব তিরমিযী, হা/১১৭৩; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৩১০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/২৯৭৫, ৬/১৫৩, সনদ ছহীহ।

[21]. বুখারী হা/৪৭৯৫।

[22]. মুসলিম, হা/১৪৮৩ 'জিহাদ ও ভ্রমণ' অধ্যায়।

[23]. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩২৭।

[24]. বুখারী, হা/৩।

[25]. সীরাতু ইবনু হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ২০৬।

[26]. আবুবকর জাবির আল-জাযায়েরী, আল-ইলম ওয়াল ওলামা, পৃ. ২৬৬।

[27]. ঐ।

[28]. বুখারী, হা/৩৫৬২।

[29]. বুখারী হা/৩১৪, ৩১৫ 'হায়েয' অধ্যায়।

[30]. তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৩৮৮৩; মিশকাত হা/৬১৬৫, সনদ ছহীহ।